ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

ইসলামে নবজাতকের নামকরণ সংশ্লিষ্ট বিধান ও বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এর অনুশীলনের ধারা : একটি বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ আবু সাঈদ খান*

[সারসংক্ষেপ : *জন্মের পর প্রত্যেক মানবশিশুরই নামকরণ করা হয়। প্রত্যেক পিতা-মাতাই চান তার সন্তানের নামটি সুন্দর হোক, সবাই তার সন্তানকে ভাল নামে ডাকুক। এমনকি ব্যক্তি নিজেও তার নাম সুন্দর হোক তা চান। একজন মুসলিমের সর্বোত্তম নাম কি হবে, কোন ধরনের নাম প্রশংসনীয়, কোন ধরনের নাম বৈধ বা অপছন্দনীয়, ইসলাম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের পর থেকে মুসলিমদের মধ্যে নামকরণের ইসলামী নীতি অনূসৃত হয়ে আসছে। মুসলিম সংস্কারক, আলিম-ওলামা এ ব্যাপারে মুসলিমদের সংস্কার করে আসছেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় মুসলিমদের মধ্যে যা অনুশীলিত হয়ে আসছিল, বর্তমানে ইসলামী রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব, আধুনিকতার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক বা অতি বাঙালী সাজার প্রবণতার কারণে অনেকাংশে এর অনুশীলনের ব্যাপারে শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়টির অনুশীলনের ধারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার মাধ্যমে এর কারণ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার নামকরণ, নামের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্বোধনের ইসলামী রীতি সম্পর্কে অবগত হবেন এবং স্বীয় সমাজে এ সংক্রান্ত ভুল, বিকৃত অনুশীলনের ধারা থেকে নিজেদের সংশোধনে উদ্যোগী হবেন। এমনকি নিজের আত্মপরিচয় উপলব্ধির মাধ্যমে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখতে সচেষ্ট হবেন।]*

ভূমিকা

ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয়ের ক্ষেত্রে নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য যারা বলেন, নাম নয়; বৃক্ষ তার ফলে পরিচয়, তারাও কিন্তু নামহীন মানুষ নন। তাছাড়া ফল দেখার জন্য বৃক্ষের পাশে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করাও কঠিন। তাই আগে তার নাম জানা দরকার। নাম ছাড়া কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। তাই মানব সমাজে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তার নাম রাখা একটি সর্বজনীন রীতি। এ পৃথিবীতে নামহীন একজন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না। ইসলামে নামের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাঁর নামের মাধ্যমেই সৃষ্টিজগতে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সা. এর প্রতি নাযিলকৃত সর্বপ্রথম ওহীতেও তাঁর নামে পড়ার নির্দেশ রয়েছে।[১] অমুসলিম

* সিনিয়র লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. আল-কুরআন, ৯৬ : ১

পণ্ডিতগণও বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাহিত্যিক ও দার্শনিক William Hazlitt বলেন-

> A name is anchored in the deep abyss of time, as like a star twinkling in the firmament cold, distant, silent, but eternal and sublime.[২]

এভাবে শিশুসন্তান জন্মগ্রহণের পর তার নামকণের ক্ষেত্রেও ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি প্রণয়ন করেছে। রাসূল স. নিজেই অনেক সাহাবীর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আবার কোন্ নাম রাখা যাবে, কিরূপ নাম রাখা যাবে না তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। এদেশের মুসলিমগণ ইসলামী নিয়মানুসারে নামকরণের এ বিষয়টি নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে অনুসরণ করে আসছেন। কিন্তু বর্তমানে মুসলিমদের একটি অংশ অজ্ঞতাবশত অথবা বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামী রীতি ভুলে বিভিন্ন বিকৃত পদ্ধতির অনুসরণে এ বিষয়টি নিজেদের মধ্যে চর্চা করছে। এ থেকে উত্তরণ প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

নামকরণ

নামকরণ শব্দটি বাংলা। শব্দটি 'নাম' ধাতু থেকে উদ্ভুত। নাম বলতে বাংলায় আখ্যা, অভিধা, সংজ্ঞা, যে শব্দ দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা যায় ইত্যাদিকে বুঝায়।[৩] ইংরেজীতে শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে Name, appellation, personal name, title, designation, idintity ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[৪]

আরবীতে শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে (اسم) ইস্‌ম। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- যা দ্বারা বস্তুকে চেনা যায় (ما يعرف به الشيء) অথবা যা দ্বারা বস্তুর ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা হয় (ما يستدل به عليه)। অবশ্য আরবী ব্যাকরণে (নাহু শাস্ত্রে) এর ভিন্ন অর্থও রয়েছে।[৫]

আর নামকরণ বলতে অভিধানে নাম রাখা, সন্তানের নাম রাখা, নবজাত শিশুর একাদশ বা দ্বাদশ দিনে নাম রাখার সংস্কার বিশেষ ইত্যাদি অর্থ করা হয়েছে।[৬]

২. William Hazlitt, (10 April 1778 – 18 September 1830) *Essays of William Hazlitt:Selected and Edited by Frank Carr,* London: Forgoten Books, 1989, p. 118

৩. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৬৭৫

৪. Mohammad Ali and others, *Bangla Academy Bangali-English Dictionary,* Dhaka: Bangla Academy, 1994, p. 355

৫. ড. ইব্রাহীম মাদকুর, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, নয়াদিল্লী : দারুন লি-ইশাআ'তে ইসলামিয়া, তা.বি., পৃ. ৪৫২

৬. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫-৬৭৬

বিষয়টি দ্বারা একাদশ দিনে নবজাতকের নাম রাখার অনুষ্ঠানকে বুঝানো সম্ভবত হিন্দু ধর্মীয় একটি রীতি থেকে প্রচলিত হয়েছে। নামকরণ বলতে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় সংস্কারকে বুঝায় অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে নবজাতকের নামকরণের অনুষ্ঠান। জন্মের দিন অথবা জন্মের দশম, একাদশ বা দ্বাদশ দিনে পালিত হয়। দশম বা দ্বাদশ দিন হচ্ছে এ কাজের জন্য প্রশস্ত সময়।[৭] ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ Naming, Name giving, Nomenclature ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[৮] আর আরবীতে তাসমিয়া (تسمية) এর প্রতিশব্দ। এর অর্থ নবজাতক বা কোন বস্তুর চিহ্নসূচক নামকরণ করা।[৯] যেমন আরবীতে বলা হয় (سماه كذا) অর্থাৎ সে তার এরূপ নামকরণ করল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দ (تكنية) তাক্‌নিয়াহ- উপনাম নিধারণ, (تلقيب) তালক্বীব- উপাধি প্রদান ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়। আর নবজাতক বলতে সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া সন্তান বা সদ্যজাত শিশুকে (Newborn baby) বুঝায়।[১০] অতএব নবজাতকের নামকরণ বলতে সদ্যজাত শিশুর নাম রাখাকে বুঝায়।

ইসলামে নামের গুরুত্ব

ইসলাম ব্যক্তির নামকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। যথার্থ নামকরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরার ব্যাপারে ইসলামের দিক নির্দেশনা সুস্পষ্ট। নিম্নে এর কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হল-

ক. আল্লাহর নিজের নামকরণ

মহান আল্লাহ তাঁর নিজের পরিচয় দেয়ার জন্য নিজেকে নিজেই নামকরণ করেছেন। তিনি তাঁর অসংখ্য নাম রেখেছেন। আমরা উম্মতে মুহাম্মাদীর নিকট তাঁর নিরানব্বইটি নাম প্রকাশ করা হয়েছে। রাসূল স. তাঁর একটি দু'আয় এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

اللَّهُمَّ --- أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ---،

'হে আল্লাহ... আমি তোমার সকল নামের উসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যে নামে তুমি তোমাকে নামকরণ করেছ.....'।[১১]

৭. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, খ. ৬, পৃ. ৪১৯

৮. Mohammad Ali and others, ibid, p. 355

৯. ড. ইব্রাহীম মাদকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

১০. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬১

১১. ইবনু হিব্বান, *সহীহ ইবনু হিব্বান*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭, খ. ৩, পৃ. ২৫৩; আহমাদ ইব্‌নে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো : দারুল মাআরিফ, ১৯৫৮, খ. ১, পৃ. ৩৯১; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১৯৯

অন্য হাদীসে তাঁর নিরানব্বইটি নামের কথাও রাসূল স. বলেছেন।[১২]

খ. আল্লাহর নামের প্রতি ঈমান

আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলির একত্বের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্‌র একত্বকে আক্বীদার কিতাবসমূহে সাধারণত ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর অন্যতম ভাগ হচ্ছে 'তাওহীদুল আস্‌মা ওয়াস্‌ সিফাত' অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ব। তাঁর নামসমূহে কোন প্রকার বিকৃতি, তুলনা, সাদৃশ্য, হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্পূর্ণরূপে ঈমানের পরিপন্থী।[১৩] মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম নামসমূহ। তোমরা এ নামসমূহ দ্বারা তাঁকে ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল শ্রীঘই তাদেরকে প্রদান করা হবে।[১৪]

গ. আল্লাহর নামে ডাকা ও প্রার্থনা করা

আল্লাহর নামসমূহের উসিলা করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা এবং তাঁর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁকে ডাকার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾

বলুন, আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রহমান বলে, যে নামেই ডাকনা কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই।[১৫]

ঘ. মুহাম্মদ সা. এর নামের সুসংবাদ

ঈসা আ. এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী জাতির নিকট মুহাম্মাদ স. এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

আর স্মরণ কর, যখন মরিয়ম তনয় ঈসা আ. বলল, হে বনী ইসরাঈল- আমি তোমাদের নিকট থাকা তাওরাতের সত্যায়নকারী, তোমাদের প্রতি প্রেরিত

১২. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস্‌ সহীহ*, দেওবন্দ : মাকতাবা আশরাফিয়্যাহ, তা.বি., অধ্যায়: আদ্‌ দাওয়াত, পরিচ্ছেদ : লিল্লাহি তাআ'লা মিআতু ইসমিন গাইরু ওয়াহিদিন, খ. ২, হাদীস নং ৬১৬৩; "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"

১৩. আবু বকর জাবের জাযায়িরী, *আক্বীদাতুল মু'মিন*, কায়রো : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৫১

১৪. আল-কুরআন, ৭ : ১৮০

১৫. আল-কুরআন, ১৭ : ১১০

আল্লাহ্‌র একজন রাসূল এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ দাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন তাঁর নাম আহমদ।[১৬]

ঙ. আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দার নামকরণ

আল্লাহ কিছু ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয় বান্দাদের নিজেই নামকরণ করে দিয়েছেন। এটি আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নাম। যেমন ইয়াহ্ইয়া আ. এর ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন,

﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾

হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতঃপূর্বে এ নামে আমি কারো নামকরণ করিনি।[১৭]

চ. আল্লাহ্ কর্তৃক নাম শিক্ষা দেয়া

মহান আল্লাহ আদম আ. কে সৃষ্টি করে তাকে সৃষ্টি জগতের সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। নাম শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে তাকে জ্ঞাত করান এবং যার মাধম্যে ফিরিশতাকূলের উপর তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا﴾

আর তিনি (আল্লাহ) আদমকে সকল বস্তু সামগ্রীর নাম শিক্ষা দিলেন।[১৮]

ছ. নাম দ্বারাই বস্তুর পরিচয়

একটি বস্তু বা একজন ব্যক্তির পরিচয় তার নামের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ব্যক্তির নাম, গোত্র, বংশ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তি স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে টিকে থাকে। অন্যথায় ব্যক্তি সমাজের সাথে একাকার হয়ে যেত। তাকে নির্দিষ্ট করে পরিচিত করার কোন উপায় থাকত না। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

হে বিশ্বমানব, আমি তোমাদেরকে নারী-পুরুষে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন দল-গোত্রে বিভাজিত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।[১৯]

জ. আখিরাতে ব্যক্তি নামেই পরিচিত হবে

ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিচয় সে নামেই হবে যে নামে তাকে পৃথিবীতে ডাকা হত। যদি ভাল নাম হয় তাহলে ভাল নামে, অন্যথায় তার খারাপ নামে তাকে ডাকা হবে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

১৬. আল-কুরআন, ৬১ : ৬
১৭. আল-কুরআন, ১৯ : ৭
১৮. আল-কুরআন, ২ : ৩১
১৯. আল-কুরআন, ৪৯ : ১২

فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلإٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِلاّ قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلانُ بْنُ فُلان بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا ---- فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلإٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِلا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلانُ بْنُ فُلان بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا

(মৃত্যুর পর) ফিরিশতারা যখন ওটাকে (কোন রূহ) নিয়ে ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে, তারা যখনই কোন ফিরিশতাদের দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন ভাল রূহের ক্ষেত্রে বলা হয়- কে এই ভাল রূহ? ফিরিশতা তার উত্তম নামের মাধ্যমে বলেন, অমুকের পুত্র অমুক, যে নামে তাকে পৃথিবীতে ডাকা হত।... অতঃপর ওটাকে (অন্য কোন রূহ) নিয়ে ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে, তারা যখনই কোন ফিরিশতাদের দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন খারাপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফিরিশতারা তার নিকৃষ্ট নামের মাধ্যমে বলেন- অমুকের পুত্র অমুক, যে নামে পৃথিবীতে মানুষ তাকে ডাকত।[২০]

ঝ. আল্লাহর নামের বরকত

প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করা মুসলিম জীবনাচরণের অন্যতম অনুষঙ্গ। এমনকি আল্লাহ্‌র নামে শুরু না করা কাজ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বরকত-শূন্য বিবেচিত হবে।[২১] আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ ব্যতীত জবাইকৃত পশু মুসলিমের জন্য খাওয়া হালাল নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ﴾

যার উপর (জবাইয়ের সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় নি তা তোমরা খাবে না।[২২]

তাই ইসলামে নামের গুরুত্ব অপরিসীম।

নামকরণের শরয়ী বিধান

ইসলামে সন্তানের নামকরণ পিতামাতার আবশ্যকীয় কর্তব্য হিসাবে গণ্য। সকল মাযহাবে এটিকে পিতামাতার উপর সন্তানের অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩] ইমাম ইবনু 'আরাফা আল-মালিকী [৭১৬-৮০৩ হি.] রহ. উল্লেখ করেছেন, মূলনীতির দাবি হচ্ছে নামকরণ করা ওয়াজিব।[২৪] এক্ষেত্রে মাতার তুলনায় পিতা

২০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৭; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুল জামি' আস-সগীর*, হাদীস নং-১৬৭৬
২১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩২৯; كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِبِسْمِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ – হাদীসটি হাসান, *মাজমুউ'ফাতওয়া বিন বা'য*, খ. ২৫, পৃ. ১৩৫
২২. আল-কুরআন, ৬ : ১২১
২৩. আবু বকর জাবির জাযায়িরী, *মিনহাজুল মুসলিম*, কায়রো : মাকতাবাতুর রিহাব, ২০০৭, পৃ. ৭৭
২৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩, খ. ২, পৃ. ১৪

অগ্রগণ্য। নামকরণে পিতা-মাতার মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে পিতা অগ্রাধিকার পাবেন।[২৫] আল্লাহ তাআ'লা বলেন

﴿ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾

তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।[২৬]

এছাড়া সুন্দর নামে ব্যক্তিকে ডাকা ইসলামে মুস্তাহাব। যে নাম ব্যক্তির পছন্দ এবং প্রিয় সে নামেই তাকে ডাকা উচিত।[২৭] খারাপ বা নিকৃষ্ট নামে কাউকে নামাঙ্কিত করা বা কাউকে ডাকা ইসলামে নিষিদ্ধ। এটাকে ইসলামে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

তোমার একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, কেউ ঈমান আনলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গুনাহ, যারা এরূপ কাজ থেকে তাওবা করে না তারা জালিম।[২৮]

নামকরণের সময়

রাসূল সা. সন্তান জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে নামকরণ করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَ بِعَقِيقَتِه تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

প্রত্যেক সন্তানই তার আকীকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে, তার পক্ষ থেকে জন্মের সপ্তম দিনে (পশু) জবেহ করা হবে, তার নামকরণ করা হবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করা হবে।[২৯]

তবে রাসূল সা. নিজে তাঁর সন্তানের জন্মের দিনই তার পিতা ইবরাহীমের নামানুসারে নামকরণ করেছেন।[৩০] তাছাড়া সাহাবীদের মধ্যে আবু মূসা আল-আশআ'রী রা. তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণের দিনই তার নাম রাখেন ইবরাহীম এবং রাসূল সা. এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তার জন্য দু'আ করেন।[৩১]

---

২৫. ড.আবদুল্লাহ নাসিহ আ'লওয়ান, *তারবিয়াতুল আওলাদ*, কায়রো : দারুস সালাম, ২০০৯, খ. ১, পৃ. ৬৯

২৬. আল-কুরআন, ৩৩ : ৬৯

২৭. আবু আব্দুল্লাহ মুস্তাফা আদ্ওবী, *ফিক্হুল আখলাক*, কায়রো : দারু ইব্নে রজব, ২০০২, খ. ২, পৃ. ২৩৬

২৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১

২৯. আবদুর রহমান আহমদ বিন শুয়াইব আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, দেওবন্দ : মাকতাবা আশরাফিয়া, তা.বি., অধ্যায় : আল আকীকা, পরিচ্ছেদ : মাতা' ইয়াউ'ক্কা, খ. ২, পৃ. ১৬৭;

৩০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *আস-সহীহ্*, অধ্যায় : আল ফাদাইল, পরিচ্ছেদ : রাহমাতুহু সা. আস্ সিবইয়ানা ওয়াল ই'য়ালা ওয়া তাওয়াদুয়ুহু ওয়া ফাদলু যালিকা, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ২০০৩পৃ. ১১৫৭, হাদীস নং ৫৯১৯;

قَالَ رسُو لُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلامٌ فَسَمَّيْتُهُ باسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

৩১. বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আকীকা, পরিচ্ছেদ : তাসমিয়াতুল মাউলুদ গাদাতান ইউলাদু লিমানলাম ইয়াউক্কা আ'নহু ওয়া তাহনীকুহু, খ. ২, পৃ. ৮২১, হাদীস নং ৫২৫৫;

এসকল হাদীসের আলোকে সকল মাযহাবেই জন্মের পরপরই নাম রাখাকে বৈধ গণ্য করা হয়েছে। তবে ঈমাম শাফিয়ী ও ঈমাম মালিক রহ. জন্মের ৭ম দিনে নামকরণকে মুস্তাহাব গণ্য করেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. এর মতে, জন্মগ্রহণের পর ৩ দিন বা ৭ দিন পর্যন্ত নামকরণ বিলম্বিত করা বা এর আগে পরে করা বৈধ। তাঁর মতে, বিষয়টি প্রশস্ত।[৩২]

তবে ইমাম বুখারী রহ. এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, যে সন্তানের আকীকা দেয়া হবে তার নাম রাখা হবে জন্মের ৭ম দিন আর যার আকীকা দেয়া হবে না তার নাম রাখা হবে জন্মের দিন। আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী র. বলেন, এরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্য ইমাম বুখারী রহ. ব্যতীত আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই।[৩৩]

নামকরণের অনুষ্ঠান

ইসলামে সন্তান জন্মগ্রহণের ৭ম দিনে আক্বীক্বার মাধ্যমে সন্তানের নামকরণের কথা বলা হয়েছে। তবে ওযরের কারণে সন্তান জন্মগ্রহণের ১৪তম দিন, ২১তম দিন বা অন্য সময়ে করলে আদায় হয়ে যাবে বলে কোন কোন ফকীহ মতপ্রকাশ করেছেন।[৩৪] এক্ষেত্রে আকীকা ব্যতীত সন্তানের নামকরণে ইসলাম সম্মত আর কোন অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি নেই। এ অনুষ্ঠান করতে পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি এবং কন্যা সন্তানের জন্য ১টি ছাগল জাতীয় পশু জবাই করার জন্য রাসূল সা. বলেছেন।[৩৫] এমনকি প্রত্যেক সন্তান এরূপ আকীকার প্রতি দায়বদ্ধ। মুহাদ্দিসগণ এ দায়বদ্ধতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদি পিতা সন্তানের আকীকা না করেন তাহলে এ সন্তান আখিরাতে পিতার জন্য সুপারিশ করবে না।[৩৬]

অকাল প্রসূত ভ্রূণের নামকরণ

হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে, মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী সন্তানের নামকরণ করা হবে না। তবে এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ভিন্ন মত পোষণ

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ

৩২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইবনুল কায়্যিম, *তুহফাতুল মাউদুদ বি আহকামিল মাউলুদ*, জিদ্দাহ : দারু ইলমিল ফাওয়াইদ, তা.বি., পৃ. ১৬২

৩৩. বুখারী, আস-*সহীহ্*, প্রাগুক্ত, পার্শ্বটীকায় উল্লেখিত, খ. ২ পৃ. ২৮১

৩৪. সাইয়্যেদ সাবিক, *ফিক্হুস্ সুন্নাহ*, কায়রো : দারুল ফাত্হ, ২০০৯, খ. ৩, পৃ. ১৯৩

৩৫. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশআ'স আস-সিজিস্তানী, আন-*সুনান*, অধ্যায় : আদ্ দাহাইয়া, পরিচ্ছেদ : ফিল আক্বীক্বাতে, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ২০০৫ পৃ. ৫৩৮, হাদীস নং ২৮৪২;

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

৩৬. আবু আলী মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহীম মোবারকপুরী, *তুহফাতুল আহ্ওয়াজী*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ২০০৫, খ. ৫, পৃ ১১৪

করেছেন। মালিকী মাযহাবেও এ মতই বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, এরূপ সন্তানের নামকরণ করা হবে। ইমাম আহমাদ রহ. এরূপ সন্তানের নামকরণ মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে সন্তান ছেলে না মেয়ে বুঝা না গেলে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এরূপ কোন নাম রাখা যেতে পারে।[৩৭]

জন্মের পর মৃত্যুবরণকারী নবজাতকের নামকরণ

ফকীহগণের মতে, জন্মের পর মৃত্যুবরণকারী সন্তানের নামকরণ করা হবে। হানাফী মাযহাব মতে, জন্মের পর নবজাতক চিৎকার করলে বড়দের মত তার সকল অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাব মতে, এরূপ সন্তানের নামকরণ করা মুস্তাহাব।[৩৮]

যেসব নাম রাখা উত্তম

সাধারণত যে সকল নামের ব্যাপারে ইসলামে নিষিদ্ধতা নেই, সে সকল নাম রাখা বৈধ বলে গণ্য হবে। তবে জমহুর আলিমগণের মতানুসারে আল্লাহ্ বা তাঁর বিশেষ গুণসমূহের সাথে সম্পর্কিত দাসত্বজ্ঞাপক নাম রাখা মুস্তাহাব।[৩৯] রাসূল সা. বলেন,

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান।[৪০]

ইমাম কুরতুবী র. এর মতে, এ উত্তমতা এ দু'টি নামের মত আল্লাহর অন্যান্য গুণবাচক নামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত যেমন- আবদুল মালিক, আবদুর রহীম ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৪১]

ইবনে আবিদীনের মতে- সাধারণভাবে 'আব্দুল্লাহ' নাম সব নাম থেকে, এমন কি আবদুর রহমান থেকেও উত্তম। আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এ দু'টির পর সর্বোত্তম নাম মুহাম্মাদ, তারপর আহ্মাদ, তারপর ইবরাহীম। তিনি আরো বলেন- আব্দুল্লাহ, আবদুর রহমান নামকরণ তাদের জন্য উত্তম, যারা দাসত্বসূচক নামকরণে আগ্রহী। সাধারণভাবে উত্তম নয় এবং এ উত্তমতা আল্লাহর নিকট মুহাম্মাদ ও আহমাদ নাম সবচেয়ে প্রিয় হওয়ার পরিপন্থীও নয়। কেননা তিনি তাঁর নবীর জন্য তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামই পছন্দ করেছেন। এটিই সঠিক।[৪২]

---

৩৭. *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭-১৮

৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮

৩৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯

৪০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আন্ নাহ্ইউ আনিত্ তাকান্নি বি আবিল ক্বাসিম ওয়া বায়ানু মা ইয়াসতাহিব্বু মিনাল আসমা', পৃ. ১১৭৪, হাদীস নং ৫৪৮০;

৪১. ত্বাকী ওসমানী, *তাক্মিলাতু ফাতহিল মুলহিম*, করাচী : মাকতাবাতু দারুল উলুম, ১৪২৪ হি., খ. ৪, পৃ. ২০৬-২০৭

৪২. *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭-১৮

নবীদের নামে নামকরণ নিয়ে কেউ কেউ মতভেদ করলেও জমহুর আলিমদের মতে নবীদের নামে নামকরণ বৈধ। কেননা রাসূল স. বলেন, তোমরা নবীদের নামে নামকরণ কর।[৪৩] তবে মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ নামে নামকরণের ফযীলতের বিবরণ সম্বলিত যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবই খুবই দুর্বল বা জাল।[৪৪] মুহাম্মাদ স.-এর নামে নাম রাখার ব্যাপারেও হাদীসে এসেছে- سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي "আমার নামে (মুহাম্মাদ) নামকরণ কর, তবে আমার কুনিয়্যাত বা উপনাম (আবুল কাসিম) দ্বারা উপনাম রেখো না।"[৪৫]

তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতে, রাসূল স.-এর এ নিষেধাজ্ঞা তার জীবদ্দশায় প্রযোজ্য ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কুনিয়্যাত (আবুল কাসিম) দ্বারা নামকরণ বৈধ। কেননা আলী রা. এর পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা রহ.-এর কুনিয়্যাত ছিল আবুল কাসিম। এভাবে নবী, রাসূল, ওলী, বুযুর্গ ব্যক্তির নামানুসারে নামকরণ উত্তম।[৪৬] এছাড়া আরবী ভাষায় ভাল অর্থবোধক শব্দে নাম রাখা বৈধ। তবে তা রাসূল স. কর্তৃক নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

নামের ভাষা

মুসলিমের নামকরণ সাধারণভাবে আরবীতেই চলে আসছে সাহাবীদের যামানা থেকে। তবে কিছু সংখ্যক শব্দ, যা অন্যভাষার হলেও এগুলো দীর্ঘদিন আরবীতে ব্যবহৃত হওয়ায় আরবী রূপ লাভ করেছে (মুআর্‌রাব)[৪৭] এমন শব্দেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন ইবরাহীম, ইসরাঈল ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আরবী ব্যতীত অন্য যে কোন ভাষায় নামকরণের ব্যাপারে রাসূল স. থেকে সরাসরি কোন অনুমোদন বা নিষেধাজ্ঞা আমার জানা নেই। তবে উমর রা. তাঁর রাষ্ট্রীয় যে ফরমান বিজিত অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন তাতে মুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নাম অমুসলিমদের অনুসরণের নিষেধাজ্ঞা বুঝায়। তার ফরমানে তিনি এ বলে অমুসলিমদের থেকে

---

৪৩. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশআ'স আস-সিজিস্তানী, *আন-সুনান*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফি তাগ্ইরিল আসমা', পৃ. ৯২৫, হাদীস নং ৪৯৫০; تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

৪৪. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *হাদীসের নামে জালিয়াতি*, ঝিনাইদহ : আস্ সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ. ২০৯

৪৫. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : মান সুম্মিয়া বি ইসমিল আম্বীয়া, খ. ২, হাদীস নং ৫৯৫৫;

৪৬. ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাবরিযী, *মিশকাত শরীফ ব্যাখ্যাংশ*, নুর মুহাম্মদ আজমী ও আফলাতুন কায়সার অনূদিত ব্যাখ্যাসহ, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৮, খ. ৯, পৃ. ৫৩

৪৭. যে বিদেশী শব্দকে হুবহু রূপে অথবা আরবী শব্দ গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন করে আরবী ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। এরূপ শব্দকে মু'আর্‌রাব বলে। দ্র. আহমদ মুখতার উমর, *মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল-মুআ'সারাহ*, কায়রো : আ'লিমুল কুতুব, ২০০৮, খ. ৩, পৃ. ১৪৭৭

অঙ্গীকার আদায় করেন যে, 'আমরা মুসলিমদের সম্মান করব...। আমরা তাদের নাম ও উপাধির মত উপাধি ব্যবহার করব না।'[৪৮] এ থেকে মুসলিম অমুসলিম নামকরণের পার্থক্য থাকার আবশ্যকীয়তা বুঝা যায়। ইমাম ইব্নে তাইমিয়্যাহ রহ. কেবল অমুসলিমদের নাম নয়; বরং জাতীয়তা বোধক নামকেও মাকরূহ বলেছেন। তিনি দলীল হিসাবে রাসূল স. এর দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি জাতীয়তার দিকে ডাকে সে আমার দলভুক্ত নয়।[৪৯] এ হাদীসে পারস্পরিক যে ডাকার কথা বলা হয়েছে তা জাতীয়তাবোধক নামের ক্ষেত্রে। কেননা এরূপ জাতীয়তাবোধক সম্মন্ধবাচক শব্দ দ্বারা ব্যক্তির পরিচয় দেয়া হয়। আর জাতীয়তাবোধক এরূপ সম্বন্ধবাচক শব্দ আল্লাহ্র রাসূল স. অপছন্দ করেছেন। যেমন রাসূল স.-এর এক সাহাবী কর্তৃক আমি ফরাসী যুবক বলার প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, তুমি কেন বললে না আমি আনসারী যুবক। এর দ্বারা রাসূল স. শারয়ী' সম্বন্ধবাচক শব্দকে গ্রহণ করা পছন্দ করেছেন।[৫০] এছাড়া রাসূল স. এর হাদীস وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়"।[৫১] এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায়, অমুসলিমদের অনুশীলনকৃত নিজস্ব ভাষায় তাদের নামকরণের ধারায় মুসলিমদের জন্য অনুসরণ করা উচিত নয়। তাই নামকরণ আরবী ভাষাতেই হওয়া উচিত।

ফিরিশ্তাদের নামে নামকরণ

অধিকাংশ আলিম ফিরিশতাদের নামে নামকরণ জায়িয বলেছেন। তবে ইমাম মালিক রহ. বিষয়টি মাকরূহ বলেছেন। আবার হারিস বিন মিসকীন রহ. এরূপ নামকরণকে উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৫২] তবে এক্ষেত্রে জমহুরের বক্তব্যই অগ্রগণ্য।

যে সব নামে নামকরণ হারাম

আল্লাহ তা'আলার সাথে খাস নামসমূহ দ্বারা অন্য কারো নামকরণ করা হারাম। যেমন- খালিক, কুদ্দূস, রাহমান, অথবা এমন কোন উপাধি যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়, তাও হারাম। যেমন- রাজাধিরাজ। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

৪৮. ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়েব, *আত্-তাশাবুহ ফিল ইসলাম*, মাওলানা কারামত আলী নিযামী অনূদিত, ঢাকা : আল-হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭, পৃ. ৭৭-৭৮

৪৯. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফিল আসাবিয়্যাহ, পৃ. ৯৫৬, হাদীস নং ৫১২১; لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ

৫০. আহমদ বিন আবদুল হালীম ইবনু তাইমিয়্যাহ, *ইক্তিযাউস সিরাত্বিল মুসতাকীম*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০২, পৃ. ৬৯

৫১. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ : ফি লুবসিস্ শুহরাহ, পৃ. ৭৫০, হাদীস নং ৪০৩১; ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। *ইক্তিযাউস সিরাত্বিল মুসতাকীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৫২. *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٍ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ

কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ক্রোধ উদ্রেককারী ও বিরক্তিকর হবে সেই ব্যক্তির নাম, যার নাম রাখা হয়েছে মালিকুল আমলাক অর্থাৎ রাজাধিরাজ।[৫৩]

তবে যে সকল নাম বহু অর্থবোধক আল্লাহ্ তা'আলা ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তা দ্বারা নামকরণ জায়িয। যেমন আলী, রাশীদ ও বাদী' ইত্যাদি। আল-হাস্কাফী বলেন- আমাদের ক্ষেত্রে তা এক অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হবে।[৫৪] যেমন আল্লাহ নিজেই রাহীম শব্দ দ্বারা রাসূল স. কে গুণান্বিত করেছেন।[৫৫]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্মন্ধবাচক দাসসূচক নামকরণ হারাম। এ ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত পোষণ করেছেন। যেমন আবদুল উয্যা, আবদু আমর, আবদুল কা'বা, আবদুদ্ দার, আবদু ফুলান (অমুকের দাস) ইত্যাদি।[৫৬] হাম্বলী মাযহাব মতে নবী সা. এর সাথে নির্দিষ্ট এরূপ নাম রাখাও হারাম। যেমন-(سيد ولد ادم) আদম সন্তানের নেতা, (سيد الناس) মানবজাতির নেতা, (سيد الكل) সকলের নেতা, (خير البشر) মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইত্যাদি।[৫৭]

যে সকল নাম অপছন্দনীয়:

ইসলামী শরী'আতে এমন সব শব্দ দ্বারা নামকরণ অপছন্দ করা হয়েছে যার (নামের অর্থ) অবিদ্যমানতাকে অপছন্দ করা হয়। যেমন- রাবাহ (লাভ), আফলাহ (সফল), নাফি' (উপকারী), ইয়াসার (স্বচ্ছলতা) ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমার সন্তানের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহ বা আফলাহ রাখবে না । কারণ তুমি অবশ্যই বলবে অমুক কি আছে? উত্তরে সে না থাকায় (উত্তর দাতা) বলবে, নেই।[৫৮]

৫৩. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আবগাদুল আসমাই ইলাল্লাহ, খ. ২, পৃ. ৯১৬, হাদীস নং ৫৯৬৪;

৫৪. *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫

৫৫. আল-কুরআন, ৯ : ১২৮

৫৬. *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫

৫৭. প্রাগুক্ত

৫৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আস-*সহীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : কারাহিয়াতুত্ তাসমিয়াতি বিল আসমাইল ক্বাবিহাতি ওয়া বি নাফি' ওয়া নাহ্ওয়াহু, পৃ. ১০৭৬, হাদীস নং ৫৪৯২;

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءَ : أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ

আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, *আল-জামি'*, দেওবন্দ : মাকতাবা আশরাফিয়া, তা.বি., অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : মা যাআ' মা ইউকরাহু মিনাল আসমা, খ. ২, পৃ. ১১১;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحٌ وَلَا أَفْلَحُ وَلَا يَسَارٌ وَلَا نَجِيحٌ ؛ يُقَالُ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَيُقَالُ :

অবশ্য এরূপ নিষিদ্ধতা মাকরূহ তানযিহী ধরনের। কেননা ওমর রা. এর পরবর্তী বংশধর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন “রাবাহ”। যার নিকট থেকে ইমাম বুখারী রহ.ও হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৯] ইবনে উমর রা. এর আযাদকৃত একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস দাস ছিল যার নাম ছিল নাফি’। এছাড়া আরো কয়েকজন সাহাবী ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস তাবিয়ীও এ নামে ছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।[৬০]

আর সেসব নামও অপছন্দনীয়, যা থেকে বিরক্তির উদ্রেক হয়। যেমন হারব (যুদ্ধ), মুররা (তিক্ত), কাল্‌ব (কুকুর), হায়্যাতুন (সাপ) ইত্যাদি। মালিকী মাযহাব মতে, মন্দ সকল নাম রাখা নিষিদ্ধ। যেমন হারব (যুদ্ধ), হুয্‌ন (দুঃশ্চিন্তা), যিরার (ক্ষতি) ইত্যাদি। শাফিয়ী মাযহাব মতে, মন্দ নাম রাখা মাকরূহ। যেমন- শয়তান, জালিম (অত্যাচারী), শিহাব (অগ্নিশিখা), হিমার (গাধা) ইত্যাদি। হাম্বলী মাযহাব মতে, অহংকারীদের নামানুসারে নামকরণ মাকরূহ। যেমন- ফেরাউন ও শয়তানের নামসমূহ।[৬১]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ স. যে নাম দ্বারা স্বীয় পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রশংসা বুঝায় এরূপ নাম অপছন্দ করেছেন। যেমন- বাররাহ (নেককার)।[৬২] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. উল্লেখ করেছেন যে, এভাবে তাক্বী, মুত্তাক্বী, মুখলিস, আবরার ইত্যাদি যে সকল শব্দ দ্বারা ব্যক্তির পরিশুদ্ধতা ও প্রশংসা বুঝায় এরূপ শব্দ দ্বারাও নামকরণ মাকরূহ।[৬৩]

নাম পরিবর্তন ও সুন্দর করা

নাম পরিবর্তন করা সাধারণত জায়িয। তবে খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা, নাম সুন্দর করা সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيامَةِ بأَسْمائكُمْ وأسماءِ آبائكُمْ فأَحْسِنُوا أَسْماءَكُمْ

কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও পিতার নামানুসারে ডাকা হবে। তাই তোমাদের নামসমূহ সুন্দর করো।[৬৪]

---

৫৯. শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে নাসিরুদ্দিন আল-কাইসী আদ্-দামিশক্বী, *তাওযীহুল মুতাশাবিহ,* দামিশ্‌ক : দারুর রিসালাতিল আম্মাহ, ২০১০, খ. ১, পৃ. ৮৭৬

৬০. ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল খতিব আত্ তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবিহ,* ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি., পৃ. ৬২১; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, খ. ১৪, পৃ. ৭২৭-৭৩৪

৬১. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* দামিশক্ : দারুল ফিক্‌র, ১৯৮৯, খ. ৩, পৃ. ৬৪২-৬৪৩; *ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২/২৩

৬২. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : তাহমীলুল ইসমি ইলা ইসমিন হুয়া আহসানু মিনহু, খ. ২, পৃ. ৯১৪, হাদীস নং ৫৯৫১

৬৩. শামসুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবী বকর ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মাআ'দ,* বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৮, খ. ২, পৃ. ৩১৪

৬৪. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফি তাগ্‌ইরিল আসমা’, পৃ. ৯২৫, হাদীস নং ৪৯৪৮;

রাসূলুল্লাহ স. এরূপ অনেক সাহাবীর মন্দ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রেখেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ স. উমর রা. এর এক কন্যার নাম ‘আসিয়া (অবাধ্যা নারী) পরিবর্তন করে জামীলা (সুন্দরী) রেখেছেন।[৬৫]

এছাড়া নবী সা. আল-আস, আযীয, ‘আতালা, শয়তান, আল-হাকাম, গুরাব, হুবাব নাম পরিবর্তন করেছেন এবং শিহাব নাম পরিবর্তন করে হিশাম রেখেছেন। তিনি হারব (যুদ্ধ) এর পরিবর্তে সিল্‌ম (শান্তি), মুদতাজি’ (অস্থির) এর পরিবর্তে মুনবাইছ (সক্রিয়), আফরা (মরুভূমি) নামক ভূমিকে খাদিরাহ (সবুজ), শিয়াবুদ দালালাহ (ভ্রষ্ট জনপদ) কে শিয়াবুল হুদা (হিদায়েতের জনপদ), জারজ ও কুলভ্রষ্ট সন্তানকে কুলপুত্র ও সুপুত্র নামে নামকরণ করেছেন।[৬৬]

এক নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। বরং খারাপ নাম পরিবর্তন করে শরীয়ত সম্মত নাম রাখাই বাঞ্ছনীয়।

একাধিক নামকরণ, উপনাম (কুনিয়্যাত[৬৭]) ও উপাধি[৬৮] গ্রহণ

ইসলামে একাধিক নামকরণ বৈধ। যেমন- আমাদের নবী সা. এর নাম পবিত্র কুরআনেই মুহাম্মাদ ও আহমাদ দু’ভাবে এসেছে।[৬৯] তবে অবশ্যই সবগুলো নামই ইসলামী শরী’আহ্ অনুমোদিত ও অর্থবোধক হওয়া উচিত।

তবে একাধিক নামের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নামটি কুনিয়্যাত বা উপনাম হিসেবে গ্রহণ করা ইসলামী শরী’আহ্ সম্মত। যেমন, রাসূলুল্লাহ স.-এর উপনাম আবুল কাসিম। এটি আমাদের পূর্ববর্তী সাহাবী, তাবিয়ীদের অনুশীলিত ধারা। কখনো তাঁরা নিজের নাম, কখনো তার সন্তান, পিতা বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্মন্ধিত করে এটি

---

৬৫. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফি তাগ্‌ইরিল ইসমিল কাবিহ, পৃ. ৯২৬, হাদীস নং ৪৯৫২; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ ، قَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةُ

৬৬. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৭, হাদীস নং ৪৯৫৬;
وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سَلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفِرَةَ سَمَّاهَا خَضِرَةَ وَشَعْبَ الضَّلَالَةِ سَمَّاهُ شَعْبَ الْهُدَى وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرِّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي رِشْدَةَ

৬৭. ব্যক্তির মূল নাম ব্যতীত যে নাম বা উপাধি দ্বারা ব্যক্তি পরিচিতি লাভ করেন। এটি পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা ইত্যাদির সাথে সম্বন্ধিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আবল হাসান (হাসানের পিতা), উম্মুল খাইর (খাইরের মা)। *আল-মু’জামুল ওয়াসীত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০২

৬৮. ব্যক্তির নামকরণের পর পরিচয়, মর্যাদা বা অহংকারের জন্য যে নাম গ্রহণ করা হয়। অবশ্য অহংকারের জন্য এরূপ নাম গ্রহণ অবৈধ। *আল-মু’জামুল ওয়াসীত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৩

৬৯. আল কুরআন, ৪৮ : ২৯; আল-কুরআন, ৬১ : ৬

ব্যবহার করতেন। যেমন নবী সা. আয়িশা রা. কে তাঁর বোনের ছেলের নামের সাথে সম্মন্ধিত করে উম্মু আবদিল্লাহ উপনাম দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. কে তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট বিড়ালের সাথে সম্মন্ধিত করে আবু হুরায়রা উপনাম দিয়েছেন। সাহাবীগণ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে তাঁর পিতার সাথে সম্মন্ধিত করে ইবনু আব্বাস উপনামে ডাকতেন। কিন্তু অনারবগণ, বিশেষ করে উমাইয়া খিলাফতের সময়ে এ ধারাকে বিলুপ্ত করেছে। তারা তখন দীন, মিল্লাত, হক ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করে অহংকারবশত তাদের উপনাম গ্রহণ শুরু করে। যেমন- ইয্যুদ্দিন (দীনের সম্মান), ইয্যুল মিল্লাত (জাতির মর্যাদা) ইত্যাদি। অথচ সংশ্লিষ্ট নামের অর্থের বিপরীত নামই তার কর্মের আলোকে তার জন্য যথার্থ।[৭০]

আর অহংকার ব্যতীত ব্যক্তির কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অথবা ব্যক্তির পরিচিতির জন্য উপাধি গ্রহণও ইসলামে বৈধ। সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস, ফকীহ্গণের মধ্যে এ ধারা চালু ছিল।

নাম সংক্ষিপ্তকরণ

সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ইসলামে নাম সংক্ষিপ্তকরণ বৈধ। কোন সম্বোধিত ব্যক্তির নামের শেষাংশ থেকে দু-একটি অক্ষর বিলুপ্ত করে এ সংক্ষিপ্তকরণ করতে হয়। আরবী ব্যাকরণের ভাষায় এটিকে তারখীম[৭১] বলে। এ পদ্ধতিতে রাসূল সা. তাঁর স্ত্রী আয়িশা রা. কে সম্বোধন করার সময় স্নেহ করে يَا عَائِشُ (হে 'আয়িশু) বলেছেন।[৭২] আবু হুরায়রা রা. কে يا أَبَا هِرٍّ (হে আবু হির্) বলেছেন।[৭৩] অবশ্য আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. রাসূল স.-এর এ ব্যবহারকে তারখীম বলতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. আয়িশা ও হুরায়রা আরবী স্ত্রীবাচক শব্দদ্বয়ের পুংলিঙ্গ রূপ 'আয়িশু ও হির্ ব্যবহার করেছেন।[৭৪] তবে তারখীম হোক অথবা স্ত্রীবাচক শব্দের পরিবর্তে পুংলিঙ্গ

৭০. আহমদ বিন আবদুল হালীম ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমুউ'ল ফাত্ওয়া*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ২৬, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৭১. তারখীম হচ্ছে সহজতার জন্য সম্বোধিত ব্যক্তির নামের শেষাংশের একটি অক্ষর বিলুপ্তকরণ। যেমন- মালিককে হে মালু, মানসুরকে হে মানসু ও উসমানকে হে উসমু বলা। সিরাজুদ্দিন ওসমান চিশতী, *হেদায়াতুন্ নাহু*, মাওলানা আবদুস সামাদ ও অন্যান্য অনূদিত ব্যাখ্যাসহ, ঢাকা : আল বারাকা লাইব্রেরী, তা.বি., পৃ. ৬৯

৭২. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ: ফাদলু 'আয়িশাহ র., হা.নং: ৩৫৫৭
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما **يا عائش** هذا جبريل يقرئك السلام .

৭৩. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল গুসল, পরিচ্ছে: আল জুনুব ইয়াখরুজু, হা.নং: ২৮১
فقال (أين كنت **يا أبا هر**) . فقلت له فقال (سبحان الله **يا أبا هر** إن المؤمن لا ينجس) .

৭৪. আহমদ ইবনু হাজর আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, কায়রো : মাকতাবাতুস সাফা, ২০০৩, খ. ১০, পৃ. ৬৭৯

বাচক শব্দ ব্যবহার হোক উল্লেখিত দু'টি পদ্ধতি ব্যতীত নাম সংক্ষিপ্তকরণে আর কোন পদ্ধতি রাসূল স. ও সাহাবীদের থেকে পাওয়া যায় না। অতএব, এ পদ্ধতিদ্বয়ের বাইরে নাম সংক্ষিপ্তকরণে আর কোন পদ্ধতি ইসলামে বৈধ নয়।

ব্যক্তির উপর নামের প্রভাব

ব্যক্তির নামের অর্থ ব্যক্তির জীবনাচরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে যা হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ স. ও কাফিরদের মধ্য প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে দু'পক্ষের মধ্যে দূত আগমন-প্রস্থান চলছিল। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ কাফিরদের পক্ষ থেকে সুহাইল (অতি সহজ) বিন আমর আগমন করলে তার সাথে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। তার আগমন প্রত্যক্ষ করে রাসূল সা. বলেন, তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল।[৭৫] এখানে সুহাইলের নামের অর্থের প্রতি রাসূল সা. ইশারা করেন।

এছাড়া সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার দাদা হায্ন রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আগমন করলে তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। তার নাম হায্ন (দুঃশ্চিন্তা) শুনে রাসূল সা. তার নাম পরিবর্তন করে বললেন, তোমার নাম সাহল (সহজ, স্বাভাবিক)। তিনি তার পিতার দেয়া নাম পরিবর্তন করতে চাইলেন না। ফলে তার নাম হায্নই থেকে গেল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. বলেন, আমাদের পরিবারে এখন পর্যন্ত দুঃশ্চিন্তা, বিষণ্নতা লেগেই আছে।[৭৬] তাই ব্যক্তির নাম রাখার সময় ভাল অর্থবোধক নাম রাখা উচিত।

নাম ধরে ডাকা

সাধারণভাবে ব্যক্তিকে তার নাম ধরে ডাকা বৈধ। তবে ব্যক্তির মর্যাদা হানি হয় এমনভাবে ডাকা বৈধ নয়। হানাফী মাযহাব মতে, কোন ব্যক্তি তার পিতাকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে সরাসরি নাম ধরে ডাকা মাকরূহ। বরং এমন শব্দে ডাকা উচিত, যাতে সন্তান ও স্ত্রীর উপর তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। শাফিয়ী মাযহাব অনুযায়ী কোন ব্যক্তির সন্তান, ছাত্র ও সেবকের জন্য সুন্নাত হলো তাকে নাম ধরে না ডাকা। আবার গর্ব-অহংকার প্রকাশ পায় এরূপভাবে আমার দাস, আমার মুনিব বলা হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী নিষিদ্ধ।[৭৭]

৭৫. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আশ-শুরুত্ব, পরিচ্ছেদ : আশ-শুরুত্ব ফিল জিহাদি ওয়াল মুসালাহাতু মাআ' আহলিল হারবি ওয়া কিতাবাতিশ শুরুত্বি মাআ'ন নাসি বিল কাওলি, খ. ১, পৃ. ৩৭৭, হাদীস নং ২৬৫১; لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍوقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ

৭৬. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ইসমিল হুয্ন, খ. ২, পৃ. ৯১৪, হাদীস নং ৫৯৪৯; عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيه أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ حَزْنٌ– قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانيه أَبِي– قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّب فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ

৭৭. *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮

নাম নিবন্ধন

সরকারী বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নাম নিবন্ধন ইসলামে বৈধ। ইসলামে ইবাদত ও মুআ'মালাত দু'ভাবে শরয়ী বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। পারস্পরিক লেনদেন, পার্থিব কার্যক্রম সাধারণত মুআ'মালাতের অন্তর্ভুক্ত। আর এক্ষেত্রে শরয়ী' নিষিদ্ধতা ব্যতিরেকে সকল কার্যক্রমই বৈধ।[৭৮] নাম নিবন্ধন যেহেতু এরূপ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত তাই এটি জায়েয।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে অনুশীলন

ইসলাম নির্দেশিত বিধানের আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমের মধ্যে নামকরণের এ প্রক্রিয়া পূর্ণরূপে অনুশীলিত হচ্ছে না। কেউ পূর্ণরূপে, কেউ আংশিক, কেউ বা বিকৃতভাবে তা অনুশীলন করছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

মুসলিম সমাজে ইসলামী নামকরণের ধারা

এদেশে এক সময় মানুষ সনাতন বা হিন্দু ধর্মের অনুসরণ করত। পৃথিবীতে ইসলামের আগমনের পর মাত্র পাঁচ দশকের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। এ ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের আগে-পরে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটেছে বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।[৭৯] এখানে যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা নিজেদেরকে ইসলামের বিধানাবলীর আলোকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। নিজেদের হিন্দু-ধর্মীয় নাম পরিবর্তন করে ইসলামী নামকরণ এ প্রক্রিয়ারই একটি অবিচ্ছেদ অংশ ছিল। তবে পূর্ণরূপে তা অনুশীলিত হতে দীর্ঘদিন লেগে যায়। গবেষকদের মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও কিছু মুসলিমের নামে হিন্দুয়ানী নামের অস্তিত্ব পাওয়া যেত। ১৯১১ সালে প্রকাশিত নোয়াখালীর ডিস্ট্রিক গেজেটে উল্লেখ করা হয়, জেলাটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আদিবাসী উপজাতীয় বংশীয় এবং চাঁদ, পাল ও দত্ত পদবীধারী (মুসলমানদের) এখনো এ জেলায় দেখা যায়।[৮০]

কিন্তু মুসলিম সংস্কারক কারামত আলী জৈনপুরী রহ. (মৃ. ১৮৯৪ খ্রী.) সহ তৎকালীন আলিম-ওলামার প্রচেষ্টায় তা দূরীভূত হয়। পরবর্তীতে অন্য গবেষণায় তা ফুটে উঠে। ১৯৫৬ সাল নাগাদ দেখা যায়, উক্ত জেলার মুসলিমদের মধ্যে উল্লেখিত ধরনের নাম

৭৮. ইবনে তাইমিয়্যাহ, *ইক্বতিজাউস সিরাত্বাল মুসতাক্বিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

৭৯. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ২১

৮০. রিচার্ড এম. ইটন, *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ ১২০৪-১৭৬০*, হাসান শরীফ অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৩৩৪

বাস্তবেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর সংস্কারক আলিমদের প্রভাবের কারণে তা আরবী পদবীতে রূপান্তরিত হয়েছে।[৮১]

তবে মুসলিমগণ এখানকার স্থানীয় মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থার আলোকে শেখ, ভূঞা, খান ইত্যাদি উপাধি গ্রহন করতেন এবং দীর্ঘ দিন নামের সাথে ব্যবহারের ফলে তা তাদের পরিচয় বহনে নামের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। একটি বিখ্যাত প্রবাদ, যা বাংলা ও উভয় ভারতে ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং হাসিমুখে বলা হয়, যা ইসলামে বৈধ পদবীর সাথে সামাজিক মর্যাদাকে ফুটিয়ে তোলে:

> 'প্রথম বছর আমি ছিলাম শেখ, দ্বিতীয় বছর খান
> ধানের দাম যদি কমে এই বছর, আমি হব সৈয়দ'।[৮২]

এভাবে আরবী নাম ও স্থানীয় উপাধি মিলে মুসলিম পরিচয় সমাজে বিকশিত হয়। যা ইসলামেও অনুমোদিত।

নামের শুরুতে মুহাম্মদ যুক্তকরণ

ইংরেজ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রী.) এ অঞ্চলে মুসলিমগণ দারুণভাবে নিষ্পেষিত হতে থাকে। হিন্দুগণ ইংরেজদের সাথে সখ্যতা তৈরি করে তাদের আনুগত্য করে একদিকে যেমনি নিজেরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিতে থাকে, অপরদিকে নেপথ্যে থেকে ইংরেজদের মাধ্যমে এবং কখনো কখনো নিজেরাই মুসলিমদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার চালাতে থাকে। এ ধারায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এ অঞ্চলের মুসলিমদের উপর হিন্দুদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় তারা মুসলিমদেরকে তহবন্দের পরিবর্তে ধূতি পরা, সালামের পরিবর্তে আদাব-নমস্কার বলা, নামের আগে শ্রী ব্যবহার, মুসলমানী নাম রাখতে জমিদারের অনুমতি ও খারিজানা প্রদান, দাঁড়ির জন্য ট্যাক্স প্রদান, গরু জবাই করলে হাত কেটে নেয়া ইত্যাদি নানা ধরনের জুলুম-নির্যাতন মুসলিমদের উপর চালাতে থাকে। ফলে অনেক মুসলিম নামের পূর্বে শ্রী ব্যবহার করতে শুরু করে। যার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠে ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন।[৮৩]

এ আন্দোলনের ফলে মুসলিমদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়। ফলে অনেকে নামের পূর্বের শ্রী বর্জন করে, আবার অনেকে শ্রী এর পরিবর্তে মুহাম্মাদ ব্যবহার করতে শুরু করে। এভাবে নামের শুরুতে মুহাম্মাদ সংযুক্তি ইসলামের ধর্মীয় সংস্কৃতির রূপ ধারণ করে।

৮১. A.K. Nazmul Karim, *Changing Sciety in India and Pakistan: A study in social change and social stratification,* Dacca: Oxford University press, 1956, p. 132

৮২. রিচার্ড এম. ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

৮৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা,* ঢাকা : দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃ. ১০০-১০২

নামকরণে ইসলামী রূপের বিকৃতি ও অবলুপ্তির ধারা

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে যেখানে মুসলিমদের মধ্যে হিন্দুয়ানী নামের অস্তিত্বই পাওয়া যেত না, সেখানে বর্তমানে তা অনেকাংশেই অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলছে। মুসলিমগণ আজ পাশ্চাত্য ও হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির আগ্রাসনে নিজেদের আত্মপরিচয় ভুলতে বসেছে। মুসলিমগণ হিন্দুদের নাম গ্রহণ করছে। কিন্তু কোন হিন্দু-খ্রীস্টান মুসলিমদের নাম গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের মুসলিমগণই প্রথম আগ্রহ সহকারে হিন্দু নাম গ্রহণ করেছে।[৮৪] বাংলাদেশের প্রয়াত একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক দুঃখ করে বলেছেন, একাল আর সেকাল, মাত্র ৪০/৫০ বছরের ব্যবধান। তখন মুসলমান মা-বাবারা সন্তানের নাম রাখতেন আল্লাহর নামের সাথে মিলিয়ে অথবা নবী-রাসূলের নামে বা ইসলামের ইতিহাসের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রাত স্মরণীয় মনীষীদের নামানুসারে। এমন নাম তারা রাখতেন যে সব নামের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য, গৌরব বা ঐতিহ্য সৃষ্টির সার্থক পরিস্ফুটন ঘটত। কিন্তু সে ধারা আজকাল প্রায়ই রক্ষা করা হচ্ছে না।[৮৫]

নিম্নে এ সম্পর্কিত কিছু দিক উল্লেখ করা হল-

মুহাম্মাদ নাম বর্জনের আহ্বান

যে হিন্দুয়ানী জুলুমের প্রতিবাদে মুসলিমদের নামে 'মুহাম্মাদ' শব্দের সংযুক্তি; বর্তমানে তাদেরই অনুজ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের ব্যানারে মুসলিমদের নামের মুহাম্মাদ শব্দ বর্জনের ডাক দেয়া হচ্ছে। ২০০০ সালের ৬ জুন শহীদ মিনার থেকে এ আহ্বানের সূচনা হয়।[৮৬] কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের এ আহ্বানে এদেশের মুসলিম নামধারী কিছু বুদ্ধিজীবীও একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। সাংবাদিক জহুরী তাদেরকে নিজেদের মুসলিম নাম পরিবর্তন করে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বাঙ্গালী হবার আহ্বান জানিয়েছেন।[৮৭] বর্তমানে এধারা আরো শক্তিশালী হচ্ছে এবং মুসলিমদের উপর ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তার করছে বলে মনে হয়।

মুহাম্মাদ শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ

মুহাম্মাদ শব্দের বানান পূর্ণরূপে আমাদের দেশে সাধারণত দু'ভাবে লেখা হয় মুহাম্মদ ও মোহাম্মদ। কেউ 'ম' তে ওকার দিয়ে লেখেন, কেউ হ্রস্ব উকার দিয়ে লেখেন। দু' নিয়মেই চলছে। যদিও 'মু' দিয়ে লেখাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কিন্তু একশ্রেণির লোক 'মোঃ' সংক্ষিপ্তাকারে লেখেন। অথচ তারা তাদের নামের অন্যান্য শব্দ সংক্ষেপ করে লেখার চিন্তা করেন না। খণ্ডিত নাম অর্থহীন হয়ে পড়ে। 'মোঃ' এর কোন অর্থ নেই,

৮৪. জহুরী, *শব্দ সংস্কৃতির ছোবল*, ঢাকা : তাসনিয়া বই বিতান, ২০০০, পৃ. ৯
৮৫. জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ঢাকা : উতলু প্রকাশন, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৭৬
৮৬. আবুল আসাদ, *হিন্দু-মুসলিম মানষ*, ঢাকা : দি ইনডিপেন্ডেন্ট স্টাডি ফোরাম, ২০১৪, পৃ. ৮২
৮৭. জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ঢাকা : রিদোয়ান প্রাকশন, ২০০৩, খ. ৩, পৃ. ১০১

অর্থবোধক শুধু মোহাম্মদ শব্দ।[৮৮] আবার অনেকে মু., মো:, মোহাং ইংরেজীতে M., Md., Mohd ইত্যাদি লেখেন। এরূপ শব্দ একটি অর্থহীন শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এটিকে সংক্ষিপ্তকরণ, এ শব্দটির প্রতি একধরণের অবজ্ঞা প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। যা নিঃসন্দেহে নবী সা. এর প্রতি বেয়াদবী ও গুনাহের কাজ।[৮৯]

মুহাম্মাদ, আহমাদ সহ আরবী নামের বিকৃত বানান

প্রচলিত মুহাম্মদ শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ মুহাম্মাদ হওয়া উচিত। বাংলা ভাষায় দীর্ঘ দিন মোহাম্মদও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই বলে তা মহামেদ হতে পারে না। ১৯৮৪ সালে মারা যাওয়া বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবু মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহর উপর একটি দৈনিকে নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল- আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ: শ্রদ্ধাঞ্জলী। ভক্তের হাতে পড়ে মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হয়ে গেলেন মহামেদ হাবীবুল্লাহ। তাও আবার মৃত্যুর পরে। এমনকি প্রবন্ধের ভিতরে যতবার তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে ততবারই মহামেদ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উদ্দেশ্যমূলক বানান বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।[৯০]

আবার যত গণ্ডগোল নামের আহমাদ শব্দ নিয়ে। কেউ লেখেন আহমেদ, কেউ লেখেন আহামেদ, আবার কেউ লেখেন আহম্মেদ, আহাম্মদ, কিংবা আহাম্মেদ। অজ্ঞতার কারণে কেউ লিখলে তা শোধরানোর চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু জেনে শুনে লিখলে তাকে বারণ করবে কে? আহমাদ 'ম'-এর সাথে আকার যুক্ত করে উচ্চারণই শুদ্ধ উচ্চারণ। তবে আহমদ উচ্চারণও দীর্ঘদিন শুদ্ধের কাছাকাছি হিসেবেই ধর্তব্য হচ্ছে। কিন্তু আহমেদ, আহম্মেদ, আহাম্মদ লেখার কোন অবকাশ নেই।[৯১]

ইংরেজী স্টাইলে মুসলিম নাম নূরুদ্দীন হয়ে যায় নূরেডীন। বিলেতের এ নূরেডিন পরে আর নূরুদ্দীন হতে পারে না। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইবনে সীনা এবসীন ছিলেন। ভ্রান্ত বিকৃতির এভাবে বেড়াজাল সৃষ্টি করে খ্রীস্টানগণ আমাদের অনেক মুসলিম মনীষীদেরকে শত শত বছর আটকে রেখে মুসলিমদের পরিচিতির সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।[৯২] এক্ষেত্রে হিন্দুদের ষড়যন্ত্রও কম দায়ী নয়। তারা কখনো মুসলিম নেতাদের নাম, ইসলামী নাম শুদ্ধ করে লেখেন না। হিন্দু লেখকগণ সোহরাওয়ার্দিকে লেখেন সুরাবর্দী, জেনারেল ওসমানীকে লেখেন ওশমান, মুসলমান তাদের কাছে

৮৮. জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭
৮৯. মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী, *আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব*, মুহাম্মদ খলিলুর রহমান অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১, খ. ১, পৃ. ৪৮
৯০. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫-৬৬
৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৯২. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১১

মুচলমান, ইসলাম হয়ে যায় এচলাম। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে যারা তাদের প্রিয় তাদের কঠিন নামও তারা বানানে ও উচ্চারণে কখনো ভুল করেন না।[৯৩] আবার অনেকে আছেন নামের রহমান শব্দকে বিকৃত বানানে রেহমান লেখেন। রহমান যেহেতু আল্লাহর নাম, তাই এ নামের বিকৃত বানান আইন করে হলেও বন্ধ করা উচিত।[৯৪] একইভাবে হুসাইন শব্দের বানান হোসেন লেখা হয় ভুলভাবে প্রায়ই। এসব থেকে প্রত্যেক মুসলিমই বিরত হওয়া প্রয়োজন।

নাম বিকৃতি

মুসলিম সমাজে আবার পুরো নামকে বিকৃত করেও উচ্চারণ করা হয়। এ ধরনের বিকৃত উচ্চারণকারীগণ তিন ধরনের। ১ম শ্রেণী: এরা সাধারণত অশিক্ষিত। এরা আদর করেও প্রিয় সন্তানের নাম চাঁন্দুমিয়া হলে তাকে চাঁন্দু, শামসুদ্দিনকে শামসু ডাকেন। অনেক সময় সংশোধনের কোন প্রচেষ্টায়ও তারা কর্ণপাত করেন না। ২য় শ্রেণী: এরা কম-বেশী লেখা পড়া জানেন। এদেরকে ভুল ধরিয়ে দিলে এরা সংশোধিত হন। ৩য় শ্রেণী: এরা শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত। এরা ফ্যাশন বা আভিজাত্য হিসেবে বিকৃত উচ্চারণ করেন এবং লেখেন। এমনকি সংশোধনের উদ্যোগও তারা গ্রহণ করেন না। এরাই মুহামেদ, রেহমান, করিমকে ক্যারিম উচ্চারণ করেন ও লেখেন।[৯৫] তবে পূর্বোল্লেখিত আরবী তারখীম পদ্ধতিতে ১ম প্রকার বৈধ এবং এটি বিকৃতির আওতায় পড়বে না।

আরেক ধরণের বিকৃতি রয়েছে যারা সাধারণভাবে নামকে বিকৃত করেন। যেমন হাসানকে হাসান্যা বা হাসু বলা। আবার আল্লাহর দাসত্বসূচক নামগুলোকে আল্লাহর নামে ডাকাও মারাত্মক ধরণের বিকৃতি। আবদুর রহমান, আবদুর রায্যাক এরূপ নাম গুলোকে আব্দুল বাদ দিয়ে রহমান বা রায্যাক ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। এ বিকৃতি মারাত্মক, কঠিন গুনাহ এবং অনেক ক্ষেত্রে ঈমানের পরিপন্থী।[৯৬] একইভাবে ফজলে রাব্বী, আশেক এলাহীকে, ফজলে ও আশেক বাদ দিয়ে রাব্বী, এলাহী ডাকাও ঈমান পরিপন্থী।

নামকরণের প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠান

নামকরণের ইসলাম স্বীকৃত অনুষ্ঠান হচ্ছে আকীকা। যা জন্মের সপ্তম দিনে করা সুন্নাহ্। কিছু মুসলিম পরিবারে সুন্নাহ্ সম্মতভাবেই তা পালিত হয়। কিন্তু অনেক মুসলিম পরিবারেই তা সঠিকভাবে পালিত হয় না। প্রাচীন বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে জন্মের দিন আনন্দ উল্লাস করা হত। মুগল আমলে মীর্জা নাথানের পুত্র সন্তনের জন্ম

৯৩. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮-৬৯
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫
৯৬. ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *খুতবাতুল ইসলাম*, ঝিনাইদহ : আস্ সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ. ২১৬

উপলক্ষ্যে এরূপ রাত্রি ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়েছে। হাতির লড়াই, নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। ইতালীয় পর্যটক মানুচি উল্লেখ করেছেন, সন্তান জন্মের পর থেকে ছয় সাত দিন উৎসব হত। এটিকে উৎসব ছট্টি (ষষ্ঠ দিবসের কৃত্য) নামে অভিহিত করা হত।[৯৭] এভাবে মুসলিমদের মাঝে বিকৃত উৎসবের ধারা তৈরি হয়। আবার কোথাও নামকরণের দিন হিসেবে জন্মের একাদশ বা দ্বাদশ দিনকে পালন করা হয়। এটি হিন্দুদের অনুশীলিত একটি রীতি। যা হিন্দু শাস্ত্র মনুর মতে এ কাজের প্রশস্ত সময়।[৯৮]

তবে বর্তমানে বাংলাদেশে সপ্তম দিনে নামকরণের পরিবর্তে চল্লিশতম দিনেও নামকরণ করা হচ্ছে এবং অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে শরী'আহ্র অনুমোদনহীন অনেক কাজও অনুশীলিত হচ্ছে।[৯৯] আবার নামকরণের প্রক্রিয়ায় মুসলিমদের মধ্যে একটি প্রক্রিয়া এমনও অনুশীলিত হয় যে, একজন মৌলভী ডাকা হবে। তিনি পুস্তক বন্ধ করে সুচ বা কাঁটা পুস্তকের পাতার মধ্যে ঢুকাবেন। তারপর সুচবিদ্ধ জায়গাটা খোলা হবে এবং সে পাতার প্রথম অক্ষরটি তিনি গ্রহণ করবেন ও এর অর্থানুসারে শিশুর নামকরণ করবেন।[১০০] অথচ ইসলামে এরূপ পদ্ধতি গ্রহণের কোন বিষয় বর্ণিত হয়নি। এটি বিদ্আত ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলা ভাষায় নামকরণ

সাধারণত ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে নামের ভাষা হবে আরবী। সারা পৃথিবীতে এটি অনুশীলিত রীতি। আমাদের দেশে অনেকে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় নামকরণের কথা বলে থাকেন। বাঙ্গালী মুসলিমের নাম বাংলা ভাষায় হওয়ার ব্যাপারে প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুধী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মত প্রকাশ করলে তার সমকালীন বাংলা ও উর্দু ভাষাবিদ, সাহিত্যিক হেকিম হাবিবুর রহমান তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন। একই অনুষ্ঠানে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে হেকিম হাবিবুর রহমান 'কবিরাজ বলি নারায়ণ' বলে কয়েকবার সম্বোধন করলে তিনি হতচকিত হয়ে যান। পরে কথোপকোথনে হেকিম হাবিবুর রহমান এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার মতে ডক্টর শব্দের বাংলা অর্থ কবিরাজ, শহীদ শব্দের অর্থ বলি, আল্লাহ শব্দের অর্থ নারায়ণ। অতএব ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর উচিৎ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে এফিডেবিট করে নিজের নাম বাংলা করে এ দর্শন বাস্তবায়নে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করা। তার এ জবাবে ড.

৯৭. ড. এম.এ. রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ২০৭
৯৮. *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪১৯
৯৯. ড. শেখ মোঃ ইউসুফ, *বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০১, পৃ. ৬৪
১০০. ড. এম. এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ মত পরিত্যাগ করেন।[১০১] এভাবে বাংলা অর্থ করলে আবদুল্লাহর অর্থ হবে ভগবান দাস, শহীদুল্লাহর অর্থ করলে হবে বলি নারায়ণ। তাহলে আমরা কি এরূপ বাংলা শব্দে নামকরণ করব? (নাউযুবিল্লাহ)

দীর্ঘ নামের ধারা

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকের নাম বহু শব্দে প্রণীত। দু'শব্দে বা এক শব্দে ইসলামী নাম হতে পারে। কারণ শব্দের এ দীর্ঘ নামের ঐতিহ্য আমরা পেয়েছি মূলত আরবদের থেকে। আরব দেশে সাত, আট বা ততোধিক শব্দে এক ব্যক্তির নাম হয়। প্রথম এক বা দুই শব্দ ব্যক্তিটির নাম, তার পরের শব্দগুলো হলো তার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বা বংশের নাম। আরবদের দীর্ঘ নাম দেখে বাঙ্গালী মুসলিমদেরও সখ হল কয়েক শব্দে নাম রাখার। আরবী না জানা এবং আরব ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় না থাকার কারণে মুসলিমগণ তাদের নাম দীর্ঘ করল আরদের লম্বা নামের তাৎপর্য উপলব্ধি ছাড়াই।[১০২] মূলত নাম হবে এক বা দু'শব্দে। এজন্য মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সাহাবী আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী রা. সহ প্রায় সকল সাহাবীর নাম এক বা দুই শব্দেই নামকরণ করা হয়েছে। আবার অনেকে এরূপ লম্বা নাম সংক্ষেপে লেখেন। যেমন এ.কে.এম.এইচ.এম.ভি. রহমত উল্লাহ চৌধুরী (টুকু মিয়া)। কেন এরূপ লম্বা নাম? যা উচ্চারণ করাও যায় না, আবার লেখতে গেলেও কয়েক ডজন অক্ষর লাগে।[১০৩] হালকা পাতলা ও সহজে উচ্চারণ করা যায় এরূপ নাম রাখাই উচিত।

একাধিক নামকরণ

আমাদের সমাজে সাধারণত একজনের দু'টি নাম থাকে। একটি ডাক নাম এবং অপরটি আসল নাম। আজকাল অনেকে আসল নামের সাথে ডাক নামও জুড়ে দিয়েছেন। কোন কোন মুসলিম ছেলে-মেয়ের ডাক নাম শুনে শত দুঃখের মাঝেও হাসি পায়। যেমন ঝাড়ু, ঝাড়ন, পঁচা, ভেটকু, মাখন, চিনি, ক্ষুদ, জগা, মগা, কলা, ধলা, পেছন, বচন, রচন, চাঁদ, সুরুজ ইত্যাদি। আমেরিকার এ্যাপলো আর রাশিয়ান লুনাও বাদ যাচ্ছে না। উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট, অলি-গলি অর্থাৎ যা স্মরণে আসছে তাই নাম রাখা হচ্ছে।[১০৪]

আমার মনে হয় একটি আসল নাম, একটি ডাক নাম এ দু'টো নামের ধারা এদেশে মুসলিমদের মধ্যে এসেছে হিন্দুদের ধারা থেকে। হিন্দু শাস্ত্র মতে শিশুর দু'টি নামের

১০১. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *বাঙ্গালী সংস্কৃতি*, ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ. ১৩০-১৩১
১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭
১০৩. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৬
১০৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩-৭৪

বিধান আছে। একটি প্রকাশ্য, অপরটি গুপ্ত, শুধু পিতা-মাতার জ্ঞাতব্য।[১০৫] যার ফলে আমাদের দেশে ডাক নামে ডাকা হয়, এটি হয় প্রকাশ্য। আর আসল নাম পরিবারের লোকেরা জানেন অথবা শিক্ষা ক্ষেত্রে সদনপত্রে বা নিবন্ধন পত্রে লিখা থাকে। তবে উপনাম (কুনিয়্যাত) বা উপাধি হিসেবে শরী'আহ্সম্মত একাধিক নামও অনেকে গ্রহণ করে থাকেন। এতে কোন অসুবিধা নেই।

ভিনদেশী ও হিন্দুয়ানী নামকরণ

আমাদের সমাজে মুসলিমদের মাধ্যে দু'ধরনের লোক রয়েছে যারা ভিনদেশী ও হিন্দুয়ানী নামের চর্চা করেন। একদল শহুরে মুসলিম সমাজের টপ সোসাইটি বলে তারা পরিচিত। বিদেশী নামের প্রতি তাদের মোহ অত্যাধিক। যেমন- লিলি, রোজী, ডেইজী, মিন্টু, রিন্টু, সেন্টু, জন্টু, চম্পা, পপি, বিউটি, লাভলী, এলবার্ট, এলবাম, এডোয়ার্ড, চার্লি, লেলিন, স্টালিন, রুশো ইত্যাদি। গরিবের মধ্যেও কেউ ভদ্রলোক সাজার প্রবণতায় বাচ্চাদের এন্সী, ফেন্সী, ডেন্সী রেখে সমাজের বড় লোকদের কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আবার অন্য দলের মধ্যে অতিমাত্রায় স্বদেশী হওয়ার বাতিক সৃষ্টি হয়েছে। তাদের রাখা নাম শুনলে বুঝার মাধ্যম নেই যে, তারা মুসলিম না হিন্দু সন্তান। যেমন- স্বাধীন, বিন্দু, সিন্ধু, তরঙ্গ, পদ্মা, বিপ্লব, বিপুল, সৌরভ, গৌরব ইত্যাদি। অপর দিকে অন্য আরেক ধারা রয়েছে যারা বাংলা আর আরবী মিশ্রিত করে জগাখিচুড়ী এক ধরনের নাম রখেন। যেমন- কৌশিক আহমদ, অনীক ইসলাম, অম্লান দেওয়ান, পার্থ আহমেদ, সুহৃদ ইসলাম, শুভ রহমান, ঋষি উল্যাহ, হেনরী আমীন, সুমন হোসেন, সাজু আক্তার, শিখা আখতার ইত্যাদি। অনেকে আবার এরূপ নাম দেখে মনে করেন ওরা বোধ হয় নও মুসলিম। কিন্তু আসলে তা নয় বরং এরা মুসলিম পিতামাতার সন্তান।[১০৬] আবার হিন্দুদের দেব-দেবী, দূর্গা, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী ইত্যাদির নামেও মুসলিম সন্তাদের নাম রাখা হচ্ছে। কেউ কেউ আবার রাখছেন এমন শব্দে যার কোন অর্থ নেই। যেমন- দু'পুত্রের নাম রাখা হয়েছে তন্ময় ও উন্ময়। উন্ময়ের অর্থ সন্তানের বাবাও হয়তো জানেন না।[১০৭]

নাম ধরে ডাকা

ইসলামে নাম ধরে ডাকতে নিষেধ নেই। তবে পিতা-মাতা, বড়দের সম্মান নষ্ট হয় এরূপ সম্বোধন ইসলামে নিষিদ্ধ। বর্তমান বাংলাদেশের সমাজে বহু স্ত্রী তার স্বামীকে আপনি করেই সম্বোধন করেন। তবে এ ধারা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন অনেক স্ত্রী তার স্বামীকে নাম ধরে বাসার চাকর-বাকরের মত ডাকেন। শিশু সন্তানরা

১০৫. *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪১৯
১০৬. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪-৭৫
১০৭. এ.জেড.এম. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২; জহুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

পিতা-মাতাকে তুমি সম্বোধন করেন। এছাড়া ব্যক্তি ব্যক্তিকে পারস্পরিক নাম ধরে ডাকার মধ্যেও একটি শিষ্টাচারিতা রয়েছে। কোন সম্মানিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাকে স্যার স্যার বলে সম্মান দেখানো হচ্ছে অপর দিকে তার অনুপস্থিতিতে যেনতেন ভাবে তার নাম ধরে তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে। আবার আজকাল এক ধরনের নাম ধরে ডাকার শিষ্টাচার চালু করেছে বিবিসি। যা তারা তাদের প্রতিনিধির সাথে কথা বলার সময় বলে থাকে। যেমন- বলুনতো আনিস, ঢাকায় কেমন হরতাল দেখলেন ইত্যাদি। বলুনতো, দেখলেন ইত্যাদি শব্দে যথেষ্ট শিষ্টাচারিতা থাকলেও কিন্তু সম্বোধনে না আছে মি., না আছে জনাব।[১০৮] এভাবে সম্মানহীন এক ধরনের নাম ধরে ডাকার সংস্কৃতি আমাদের সমাজে চালু হচ্ছে।

এসব বিকৃত অনুশীলনের কারণ

নামকরণ ও নাম ধরে ডাকার ইসলামী রীতির অনেকাংশে বিকৃত অনুশীলন আজ মুসলিমদের মধ্যে চালু হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে যে বিষয়গুলো ফুটে উঠে সেগুলো হলো,

ক. অজ্ঞতা

আমাদের মুসলিম সমাজের অনেকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাদৃশ্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞ। এছাড়া অনেকে সন্তানের নামকরণের ইসলামী নীতি সম্পর্কেও অজ্ঞ। ফলে তারা নানা বিকৃত ধারা চর্চা করছে। যার স্পষ্ট উদাহারণ হচ্ছে- আমাদের সমাজে একদল মুসলিম পবিত্র কুরআনে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এতটুকু বুঝেই আবেগে সন্তানের নাম রাখা শুরু করেছেন। অথচ শব্দটির অর্থ খুবই খারাপ। যেমন, তুকায্যিবান (মিথ্যাচারিতা), খিনজীর (শুকর), জাহান্নাম (নরক), আযাবুন আলীম (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) ইত্যাদি। এটি অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১০৯] এছাড়া সমাজে মফিজ, আবুল বলে একে অপরকে গালি দেয়। অথচ এটি ইসলামী নামের অংশ। এটিও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র

অমুসলিম লেখক, সাহিত্যিকগণ কর্তৃক মুসলিম নামের বিকৃতি ও মুসলিম নামকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতাও মুসলিমদেরকে এ ধরনের বর্জনে প্রলুব্ধ করেছে। যেমন- কলকাতা থেকে ছাপানো বাংলা কবিতার বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

> "র-তে রাম রাম, রমণ ও স্বপন স্কুলে যায়।
> রহিম, করিম ও বকর চুরি করে আম খায়।"

১০৮. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬ ও ১২৪

১০৯. মো. আতাউর রহমান আতহারী, *ইসলামী সংস্কৃতির ধারা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৪, পৃ. ১৩২

এবং এ পাঠ্যটি সচিত্র। যেখানে রাম, রমন ও স্বপন নামের হিন্দু বাচ্চাদেরকে স্কুলে গিয়ে মানুষ হচ্ছে আর রহিম, করিম ও বকর টুপিওয়ালা মুসলিম সন্তানরা স্কুলে না গিয়ে আম চুরি করছে, এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।[১১০] এছাড়া হিন্দু লেখকগণ কর্তৃক বিকৃত বানান অনুশীলনের রীতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অপসাংস্কৃতিক মিডিয়া আগ্রাসন

আজকের প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, ওয়েব মিডিয়া প্রভৃতিতে মুসলিম নামসমূহকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে হেয় করা হচ্ছে। অপরদিকে সূর্য, তূর্য, কান্তা, জ্যোতি, নির্মল প্রভৃতি নামসমূহকে খুব কদর করা হচ্ছে। অভিনয়, উপস্থাপনা, সংবাদ পাঠ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ নামসমূহ অভিজাত হিসেবে গণ্য হচ্ছে।[১১১] ফলে সমাজে এসব নামের এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে আর মুসলিমগণ এরূপ নাম রাখতে উৎসাহিত হচ্ছে।

স্বীয় আত্মপরিচয়ের শৈথিল্য

মুসলিমগণ তার আদর্শিক পরিচয়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত হবে। আর নামের মাধ্যমেও যে আলাদা স্বাতন্ত্র্যবোধ, ভিন্নতা, আলাদা সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার প্রকাশ ঘটে তা মুসলিমদের অনেকেই বুঝছে না। সারা পৃথিবীতে মুসলিমগণ সূচনালগ্ন থেকে একই ধরনের নামের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত। যেমন ইন্দোনেশিয়ার বাহাশাভাষী প্রেসিডেন্ট আবদুর রাহমান ওয়াহীদ, মালেভাষী মালয়োশিয়ার প্রেসিডেন্ট মাহাথির মুহাম্মদ, দিবেহীভাষী মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল কাইয়ুম, তাঞ্জানিয়ার সোয়াহিলি ভাষী আলী হাসান মাভেনী এর প্রকৃষ্ট উদাহারণ।[১১২] কিন্তু স্বতন্ত্র এ আত্মপরিচয়ের অনুভূতিতে শিথিলতা প্রদর্শিত হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক গোলামী

ইংরেজদের দীর্ঘ ২০০ বছরের শাসনে মুসলিমরা তাদের স্বর্ণযুগের আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে এক ধরণের মুক্তবুদ্ধি চর্চার ধারা তৈরী হয়েছে। যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছে। উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়, "ব্রিটিশ শাসনে তারা সব ব্যাপারেই জাতি হিসাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।[১১৩] ফলে বাঙালী মুসলিমদের যে হীনমন্যতাবোধ এবং গোলামী স্বভাব জন্মলাভ করেছিল পাকিস্তানের ২৪ বছরে তা কাটেনি, বাংলাদেশের ২৭

১১০. মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, *সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : মুসলমানদের নামের মধ্যে*, ঢাকা : মদিনা পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃ. ৩৬

১১১. মোঃ আতাউর রহমান আতহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

১১২. মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১১৩. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, *দি ইনডিয়ান মুসলমান*, এম. আনিসুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০২, পৃ.১৩১

বছরেও তেমনি তাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। ফলে আমরা আমাদের স্বর্ণোজ্জল অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।[১১৪]

অতি আধুনিক ও অতি বাঙ্গালী হওয়ার প্রবণতা

আবার এদেশের মুসলিমদের মধ্যে বিশেষ করে শহুরে মুসলিমদের মধ্যে দু'ধরনের অনুকরণ প্রবণতা লক্ষণীয়। একদল আধুনিক পাশ্চাত্যের ধারায় নিজেদেরকে গড়ে তোলার প্রয়াসে ইংরেজী শব্দে নামকরণের প্রতি খুবই আগ্রহী। অন্যদল নিজেদেরকে প্রকৃত বাঙ্গালী প্রমাণ করার জন্য বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে বাংলা শব্দে হিন্দুদের নামের মত নিজেদের নামকরণ করে থাকেন।

হিন্দুয়ানী প্রভাব

এদেশে মুসলিমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বী থেকেই মুসলিম হয়েছে। ফলে ইসলামী বিশ্বাস বোধের পরও তারা দীর্ঘদিনের অনুশীলিত রেওয়াজ-রুসুম ছাড়তে পারেনি। অথবা ছেড়ে দিলেও পরবর্তীতে আবার সেগুলো তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন- মুসলিম পিতা-মাতা সন্তানদের আদর করে বলে বাবু। অথচ এ বাবু শব্দটি আবহমান কাল থেকে হিন্দু সত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি শব্দ। তবুও বাবু শব্দটি মহাপছন্দের বলে জাতীয়রূপ পরিগ্রহ করেছে।[১১৫]

এসব অনৈসলামিক ও বিকৃত অনুশীলনের রীতি থেকে উত্তরণের উপায়

উল্লিখিত বিকৃত, ভুল ও শরী'আহ্ বিরুদ্ধ বিভিন্ন দিক, যা মুসলিমরা তাদের সন্তানদের নামকরণ ও সম্বোধনে অনুশীলন করছে তা থেকে মুসলিমদের উদ্ধার করা খুবই জরুরী। এ ধারা চলতে থাকলে এক সময় মুসলিমদের স্বতন্ত্র জাতি সত্তাই বিলুপ্ত হবে। এজন্য নিম্নলিখিত দিক সমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে-

- মুসলিম পিতা-মাতা ও সন্তানদের ইসলামী ধারায় নামকরণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরণের বিষয় পাঠের অন্তর্ভুক্ত করে স্বীয় জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে মুসলিমদের জাগ্রত করা।
- মুসলিমদের পারস্পরিক সাক্ষাতে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করা।
- সচেতন মুসলিমদের আলাদা মিডিয়া গড়ে তোলা এবং প্রতিষ্ঠিত মিডিয়াসমূহে যথাসম্ভব মুসলিম জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য চেতনা তুলে ধরা।

১১৪. আরিফুল হক, *সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ*, ঢাকা : দেশজ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭৪
১১৫. মোঃ আতাউর রহমান আতহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

- শিক্ষিত আলেম-ওলামাদের এ ব্যাপারে ওয়াজ-নসিহত ও বই-পত্র লেখার প্রচেষ্টা চালনো।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে জন্ম নিবন্ধন ও নাম নিবন্ধনের সময় মুসলিমদের জন্য স্বীয় আত্ম-পরিচয় বহনকারী শরী'আহ্সম্মত নামের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক সরকারী রেজিস্ট্রেশন তথা পি.এস.সি. রেজিস্ট্রেশনে শুদ্ধ করে এমনকি সংশোধন করে নাম রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার

ইসলাম নামকরণের যে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দিয়েছে তা অনুশীলন না করে মুসলিমগণ অত্যাধুনিক অথবা অতি বাঙ্গালী সাজতে গিয়ে নিজেদের জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যবোধ আজ বিসর্জন করছে। কোন জাতি ধ্বংস হওয়ার জন্য তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলাই যথেষ্ট। বাংলাদেশের মুসলিমগণ সম্ভবত এক্ষেত্রে বেশি ধাবমান। অথচ এদেশেই মুসলিমদের পূর্ব পুরুষগণ ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যেমনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তেমনি ইংরেজদের গোলামী থেকে মুসলিমদের উদ্ধারে এক অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের নজরানা পেশ করেছেন। যা সকল মুসলিমের জন্য অনুপ্রেরণা ও অনুসরণের পাথেয়। বাংলাদেশের মুসলিমরা সে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে এগিয়ে যাবে, নিজেদের প্রকৃত মুসলিম পরিচয়ের মাধ্যমে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে, ব্যক্তির নামের মধ্য দিয়েই প্রাথমিকভাবে যা ফুটে উঠবে, যে পরিচয় একজন মুসলিমের জন্য আত্মতৃপ্তির। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّه وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾
তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে, যে লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে ও সৎ আমল করে এবং ঘোষণা করে (নিজের পরিচয়) নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্গত।[১১৬]

১১৬. আল কুরআন, ৪১ : ৩৩